দিন ফেরা

ছেলেটি ইস্কুলে পড়ে, দিন ফিরবে।
ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়,
মহাকালের রথের চাকায় পিষ্ট, শ্রান্ত, শীর্ণ
বৃদ্ধ দাওয়ায় বসে দিন ফেরার প্রহর গুনে।
ঘরের চালে শন দিতেই হবে এবার, মেয়ের বিয়ে,
বৌ-এর ঔষধ, কিন্তু কি করে? ভরসা ছেলেটি
স্কুলে পড়ে, চেলে বড় হয়েছে,
দিন ফিরবে।
আজকাল ছেলে মোবাইল ফোনে কথা বলে।
কোনও বন্ধুর মোবাইল হবে হয়তো।
রাত শেষ হয় নতুন সূর্য উঠে।
স্কুলের শেষ পরিক্ষায় ছেলের নাম নেই।
কিন্তু যে দিন ফিরাতেই হবে। বাবাগো,
আমি যে তোমারই মুখ চেয়ে বসে।
ছেলে আজকাল অচেনা মানুষের বাইকে
বাতাসের আগে দৌড়ায়, বাড়ি ফেরে অনেক রাতে।
মায়ের হাতে অনেক টাকা দেয়।
মা খুশী, বাপের মন আনচান।
দিন কি ফিরলো? না কি.....?
গভির রাত। পুলিশের গাড়ী। রাস্তার
কুকুর গুলো গাড়ীর আওয়াজের সাথে সুর মিলায়
তারস্বরে।
ছেলের হাতে হাতকড়া। মা মুর্চ্ছিতা, বাপ স্তম্ভিত,
বোনের চোখে আশঙ্কার জল।
ছেলের পাপের প্রায়চিত্ত করতে চায় বাপ, পায়ে ধরে,
চোখের জল দিয়ে। ‘ছেলেকে যে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলাম,
বাবু সেতো ডাকাত হবার কথা নয়। আমার আগামি
দিন যে ওই গড়ে দেবে।‘
দিন যে ফেরাতেই হবে। ওর মায়ের ঔষধ, বোনের বিয়ে,
ঘরে নতুন শন!!

--- অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী